সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

“দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন” প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

মুখবন্ধ

দেশি জাতের হাঁস-মুরগি লালন-পালন করা বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রাম বাংলার বেশির ভাগ ঘরেই অথিতি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানে গৃহপালিত প্রিয় পোষা হাঁস-মুরগি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি। দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব সম্পদ বলতে শুধু হাঁস-মুরগিই বোঝাতো। খেটে খাওয়া পরিবারের মহিলাদের দুঃসময়ের সহায় ছিলো এসব হাঁস-মুরগি, যেগুলো সাধারণত কোনরুপ পরিচর্যা ছাড়াই ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই লালন-পালন করা হতো। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহি এ শিল্পেও এসেছে নানা পরিবর্তন। মুলতঃ ষাটের দশকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর সাথে সাথে এ শিল্পের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক লালন- পালন এদেশের পোল্ট্রি শিল্পে বয়ে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্পে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক বিনিয়োগ হচ্ছে যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ হাজার কোটি টাকায় ছড়িয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি। এছাড়াও, ১ কোটির ওপরে মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে এই শিল্প যা বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক। পোল্ট্রি সেক্টরের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের পেছনে বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নত জাতের মুরগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের কারণে আমাদের দেশিয় জাতের হাঁস-মুরগির উন্নয়ন হয়নি। বরং, বিদেশি জাত গুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ক্রসিং-এর কারণে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী আমাদের দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি গুলোর অস্তিত্ব আজ চরম সংকটাপূর্ণ। দেশীয় জাতের এসব হাঁস, মোরগ-মুরগির মাংস ও ডিম ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকলেও এগুলোর উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ ইতিপূর্বে নেওয়া হয়নি। পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের একমাত্র জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)' দেশিয় জাতের পোল্ট্রি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। অতিসম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম বিএলআরআই-এ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে যাতে আমাদের এই অমূল্য সম্পদগুলো হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দেশীয় জাতের উন্নত পোল্ট্রি পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টির চাহিদা পুরণ, ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বৃহত্তর নারী জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ডঃ তালুকদার নূরুন্নাহার
মহাপরিচালক

সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

রচনায় ঃ
শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ ওবায়েদ আল রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনা ঃ
ডঃ তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক
শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ২৭০

প্রকাশকাল ঃ মে, ২০১৬

প্রথম সংস্করণ ঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
প্রকল্প পরিচালক
"দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন ঃ ০২-৭৭৯১৭২৪, ০১৭১২২০৫২২৩
ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল ঃ shakila_blri@yahoo.com

বি এল আর আই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

ভূমিকা ঃ

কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উল্লেখযোগ্য একটি খাত যেটির গুরুত্ব দিনদিন বেড়েই চলছে। এর অন্যতম উপখাত-পোল্ট্রি, দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় গুরুতপূর্ণ পুষ্টি উপাদান-প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন সূত্রে মতে, প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই শিল্প। এছাড়াও, দেশের বৃহৎ নারী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিকাশমান বাণ্যিজিক পোল্ট্রি শিল্পের যাত্রা নব্বই-এর দশকে শুরু হলেও এদেশের গ্রাম-বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী যুগ যুগ থেকেই নিজ গৃহে স্বল্প পরিসরে কোনরূপ বিশেষ পরিচর্যা ছাড়াই ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি লালন-পালন করে আসছে। গবেষণার তথ্যমতে, বিদ্যমান বিভিন্ন জাতের মুরগির শতকরা ৭০ ভাগই চড়ে খাওয়া (স্ক্যাভেনজিং) তথা দেশীয় জাতের এবং মোট উৎপাদিত মুরগির মাংস ও ডিমের উল্লেখযোগ্য অংশই এগুলো থেকে আসে । অতিথি আপ্যায়নে প্রচলিত রেওয়াজ হিসাবে গ্রাম বাংলায় আজও দেশি মুরগির মাংস ও ডিমের ব্যবহার অগ্রগন্য। তবে ক্রমান্বয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, জনসংখ্যার আধিক্য, ভূমির সংকোচনসহ অন্যান্য কারণ মুরগির আদি প্রতিপালন ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে বাণিজ্যিক মুরগি পালনের আশাতীত প্রসার ঘটলেও দেশী মুরগির ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি, এমনকি এর উন্নতির কোন পদক্ষেপও ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি। রাজধানী ঢাকার সাভারস্থ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সৃষ্টি লগ্ন থেকেই প্রাণিসম্পদ ও মোরগ-মুরগির উন্নয়নের নিমিত্তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প" এমন প্রচেষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস যা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

দেশীয় মোরগ-মুরগির উৎপত্তি, বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা ঃ

পারিবারিক ভিত্তিতে পালিত দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির সংখ্যা ২০ কোটিরও উপরে। দেশে বর্তমানে তিন ধরণের যেমন, কমনদেশী, হিলি ও গলাছিলা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্রই এদের পাওয়া গেলেও অঞ্চলভেদে সংখ্যার বৈচিত্র রয়েছে।

জাত/টাইপ	অধিক প্রাপ্যতা অঞ্চল	পালন পদ্ধতি
কমনদেশী	সারাদেশ	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং
হিলি	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং
গলাছিলা	মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও বরগুনা	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ঃ

কমন দেশি ঃ

এই জাতের মোরগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রং এর অর্ন্তভুক্ত হয় না তথাপিও পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক বাছাঁই/সিলেকশনের মাধ্যমে লালচে বাদামী বা লালচে কালো রঙের মুরগিই বর্তমানে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রঙের মুরগিও আছে। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে এবং হলুদ চামড়ার হয় তবে কালো রঙের নলাও দেখা যায়। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রঙ লাল তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশি দেখা যায়। ডিমের রঙ হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে, তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়।

দেশি জাতের মুরগি

গলাছিলা ঃ

গলায় লোম না থাকা এই জাতের মুরগির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরা বিভিন্ন রঙের পালকের হয়ে থাকে তবে কালো এবং লালচে কালো বেশি গোচরীভূত হয়। লোমহীন পা, হলদে চামড়ার ও একক ঝুঁটি বিশিষ্ট হয়। ঝুঁটির রং বেশিরভাগ লাল বা বাদামি। কানের লতি লাল তবে লাল ও সাদার মিশ্রণযুক্ত লতিও দেখা যায়। পায়ের নলা বেশির ভাগ হলুদ তবে সাদা এবং কালো রঙের পায়ের নলাও দেখা যায়। ডিমের রং হালকা বাদামি। মুরগি ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে, তবে আবদ্ধ অবস্থায় বা খাচাঁয় দীর্ঘদিন পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে যায়। রোগ-বালাই কম হয়।

গলাছিলা জাতের মুরগি

হিলি ঃ

সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত রঙের হিলি মুরগি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়। এজাতের মুরগি সাধারণত দেশি মুরগির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হয়। পালকহীন পা ও হলদে চামড়া এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রং লাল তবে বাদামি এবং ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। কানের লতি সাদা তবে লাল এবং সাদার মিশ্রণযুক্ত লতিও দেখা যায়। পায়ের নলা সাদাটে তবে হলুদ এবং কালো রঙের নলাও দেখা যায়। ডিমের রং হালকা বাদামি। ডিম পাড়া শেষে ডিমে তা দিতে বসে, তবে আবদ্ধ অবস্থায় বা খাচাঁয় দীর্ঘদিন পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়।

হিলি জাতের মুরগি

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও উৎপাদনশীলতা ঃ

মুরগির মাংস ও ডিম থেকে যে প্রাণিজ আমিষ পাওয়া যায় তা মোট প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের প্রায় অর্ধেক। এছাড়াও, মুরগির মাংসে চর্বির পরিমাণ কম ও প্রোটিন বেশি থাকে। দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগিগুলো আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথে সব ঋতুতেই মানানসই। এগুলোর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি কাজেই মৃত্যুর হার অনেক কম। ঔষধপত্র বাবদ খরচও অনেক কম হয়, শুধুমাত্র নিয়মিত টিকা প্রদান করলেই চলে। চড়ে খাওয়া (স্ক্যাভেনজিং) এবং আবদ্ধ অবস্থায় বা খাচাঁয় উভয় পদ্ধতিতেই লালন-পালন করা যায়। চড়ে খাওয়া পদ্ধতিতে পালন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগি পালন গ্রামীণ মানুষের একটি বিশেষ আয়ের উৎস, পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য উৎস যা দেশের কৃষি খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। নিম্নে এদের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বৈশিষ্টাবলি দেয়া হলো।

উৎপাদন বৈশিষ্টাবলি ঃ

		কমন দেশি	হিলি	গলাছিলা
দৈহিক ওজনঃ				
একদিন বয়সের বাচ্চার ওজন (গ্রাম)		২৬-৩২	২৬-৩২	২৭-৩৪
৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈহিক ওজন (গ্রাম)	মুরগি	৫২৫±১০২	৬৭৭±১১৮	৫৪০±৭৮
	মোরগ	৬৫০±১০০	৮৪৪±১০৬	৬৬১±৯২
পূর্ণ বয়স্ক মুর গির ওজন (গ্রাম)		১৬০০-১৭০০	১৮০০-২০০০	১৩০০-১৫০০
পূর্ণ বয়স্ক মোরগের ওজন (গ্রাম)		২০০০-২৫০০	২৫০০-৩০০০	১৫০০-২০০০
ডিম উৎপাদনঃ				
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)		১৫০-১৫৫	১৩০-১৪০	১৭০-১৮০
প্রথম ডিম পাড়া সময়কালীন ডিমের ওজন (গ্রাম)		২৯-৩৩	২৮-৩০	২৭-৩০
৪০ সপ্তাহ বয়সে ডিমের ওজন (গ্রাম)		৪৩-৪৫	৪৩-৪৫	৪২-৪৪
খাদ্য গ্রহণঃ				
০-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)		২০-২২	২০-২২	২০-২২
৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)		৮০-৮৫	৮৫-৯০	৮০-৮৫
খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (০-৮ সপ্তাহ)		৩.৫৮	৩.৪৫	৩.৩৪
মৃত্যু হারঃ				
০-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (%)		০.৬৮	১.৫৭	১.৪১
৫-১৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (%)		৪.৮	০.৫২	০.৯১
১৭-২৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (%)		৩.১১	০	০.৫৮
২৫-৩৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (%)		২.৬৭	১.২৫	৪.০২
৪০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত (%)		৫.৩৩	৩.৩৩	৪.০০

পুনরুৎপাদন বৈশিষ্টাবলি ঃ

	কমন দেশি (গড় ± SD)	ডহলি (গড় ± SD)	গলাছিলা (গড় ± SD)
ফার্টিলিটি (%)	৯৪.৮৬±১.৩৮	৮৮.৪০±২.৩১	৮৮.০৯±২.১১
হ্যাচিবিলিটি (%) (উর্বর ডিমের উপর)	৮৮.৮৬±১.৯৩	৯০.৭৯±১.৫৫	৭৮.৩৩±০.২৮
হ্যাচিবিলিটি (%) (মোট ডিমের উপর)	৮৪.২৯±২.১০	৮০.২৬±২.৫০	৬৮.৯৯±১.৪৯
বয়োঃ প্রাপ্তিকাল (দিন)	১৫৯.৮১ ±৮.০	১৫৮.৫৪ ±০.৮৭	১৫২.৩৫ ±৮.৬৯
স্বাভাবিক বাচ্চা (%)	৯৮.৯১±১.০৯	৯৮.৯৬±১.০৪	৯৯.২৫±০.৭৫
অস্বাভাবিক বাচ্চা (%)	১.০৯±০.০৯	১.০৪±১.০৪	০.৭৫±০.৭৫
ডেড ইন জার্ম (%)	২.০৬±১.৩৬	১.২±০.৬০	১.৫৫±০.৮২
ডেড ইন শেল (%)	১৯.৮১±১.০৬	৮.০১±১.৫০	৮.৯±২.৯

লালন-পালন পদ্ধতি ঃ

বিএলআরআই হেডকোয়ার্টারে পোল্ট্রি খামারে রক্ষিত দেশীয় প্রজাতির মুরগিগুলো অন্যান্য বাণিজ্যিক মুরগির মতই খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় সফলতার সাথে পালন করা হচ্ছে। সুস্থ-সবল ও ত্রুটিমুক্ত গুনগত মানসম্পন্ন একদিন বয়সি মুরগির বাচ্চা ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করা হয়। ব্রুডিং-এর পর থেকে ৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মোরগ-মুরগিগুলো একসাথে জাত অনুযায়ী পৃথক পৃথক প্যানে মেঝেতে পালন করা হয়। এরপর, এগুলোর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও জেনেটিক ভেল্যু তথা সিলেকশন ইনডেক্স মান থেকে সুস্থ মোরগ-মুরগিগুলো বাঁছাই করে নিয়ে পৃথক পৃথক ঘরে খাচাঁয় রাখা হয়। মোরগ-মুরগিগুলো পালন করাকালীন সময়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

বংশবৃদ্ধি কার্যক্রম ঃ

দেশীয় প্রজাতির মোরগ-মুরগিগুলো থেকে উর্বর (ফার্টাইল) হ্যাচিং ডিমের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য পরিকল্পিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চর্চা করা হয়। দেশীয় এসব জাতের মোরগের সিমেনের গুনগত মান নিম্নরূপ।

সিমেনের বৈশিষ্টাবলি

জাত	ভলিউম/ইজাকুলেশন (সিসি)	রং	ঘনত্ব (মিলিয়ন/সিসি)	মাস-মুভমেন্ট	ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট
কমন দেশি	০.২৫	বাদামি	২১৫০	১.৫+	৭০%
হিলি	০.২০	বাদামি	২১০০	১.৫+	৬০%
গলাছিলা	০.২৭	বাদামি	২৩০০	১.৫+	৭০%

এক্স-সিটু (Ex-situ) এবং ইন-সিটু (In-situ) সংরক্ষণ (কনজারভেশন) নীতি ঃ

অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত ক্রসব্রিডিং এর কারণে বর্তমানে দেশীয় মুরগিগুলো ৬০% ডাইলুটেড হয়ে গেছে। তাই, দেশীয় প্রজাতিগুলোর কৌলিক বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের অংশ হিসেবে বিএলআরআই কর্তৃক Ex-situ পদ্ধতিতে মুরগিগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত মুরগিগুলোর ডিম ও মাংস উৎপাদনের গুনগত দক্ষতা রয়েছে। তবে খামারী পর্যায়ে এদের প্রাপ্যতা বাড়িয়ে In-situ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা ও পাশাপাশি উন্নয়ন করা দরকার।

বিএলআরআই কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম (অতীত ও বর্তমান) ঃ

অতীতে দেশীয় মুরগির উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল যার মূল ভিত্তি ছিল বিদেশি উন্নত জাতের সাথে প্রজনন করিয়ে সংকর সৃষ্টি করা। দেশীয় মুরগির নিজস্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ প্রাথমিক অবস্থায় পাঁচ ধরনের যেমন, কমনদেশি, হিলি, গলাছিলা, আসিল এবং ইয়াছিন জাতের দেশীয় মুরগি সংগ্রহ করে সেগুলোর কৌলিকমান, মান উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরির কাজ শুরু করেছিল বহুদিন আগেই। গবেষণায় দেখা গেছে কমনদেশি, হিলি ও গলাছিলা জাতের মুরগির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতা ভাল। কিন্তু ঐসকল গবেষণায় সিলেকশন কার্যক্রম মুরগির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, ইনডেক্স ভ্যালু বা ব্রিডিং মান বের করার মাধ্যমে করা হয়নি। বর্তমানে "দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প"-এর অংশ হিসেবে সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত উপায়ে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ইনডেক্স ভ্যালু বা ব্রিডিং মান বের করার মাধ্যমে করা হচ্ছে। এছাড়াও, এই প্রকল্পের সহায়তায় পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসাবে দেশীয় জাতের এসব মুরগির সঠিক পুষ্টি চাহিদা নিরুপনের পাশাপাশি মলিকুলার ক্যারেকটারাইজেশনের কাজ চলছে। এছাড়াও, গ্রামীণ পরিবেশে ইন-সিটু পদ্ধতিতে মুরগিগুলোর দক্ষতা যাচাই কাজও চলমান রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকেই দেশীয় জাতের মুরগি লালন-পালন করে করে আসছে। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে রুচিবোধ ও আচরণে পরিবর্তন এখন লক্ষনীয়। মানুষ এখন খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের সময় সেটির পরিমাণের তুলনায় বিদ্যমান পুষ্টিগুনকেই প্রধান্য

দেয়। তাই, মুরগির মাংস ও ডিম ক্রয়ের ক্ষেত্রে জনসাধারণের পছন্দের তালিকায় সবার উপরে থাকে দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগি। কিন্তু এর উৎপাদন সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের ব্যাপক চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মোট উৎপাদিত মাংস ও ডিমের মধ্যে দেশীয় জাতের মুরগির অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জাতের মুরগি দেরিতে ডিম দেয়, কম সংখ্যক ডিম দেয় এবং ডিম ও মুরগির ওজন অনেক কম। তাছাড়া, সম্ভাবনাময় এসব জাতের মুরগির সঠিক পুষ্টি চাহিদা, উৎপাদন কৌশল ও ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে গবেষণালব্ধ কোন সুনিদিষ্ট তথ্য নেই। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে বিএলআরআই-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ দেশীয় জাতের মুরগির স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বার্ষিক ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, মুরগি ও ডিমের ওজন বৃদ্ধি এবং মুরগির প্রথম ডিম দেওয়ার বয়স কমিয়ে নিয়ে আসা। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাঁছাইকৃত মোরগ-মুরগি নিয়ে এসে ফাউন্ডেশন স্টক তৈরি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে পঞ্চম জেনারেশন বা বংশের মোরগ-মুরগি উৎপাদনে রয়েছে। বিজ্ঞানীবৃন্দ গবেষণার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত এই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, হিলি জাতের মুরগি মাংস এবং গলাছিলা জাতের মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতোমধ্যেই তাঁরা একটি মাংস উৎপাদনকারী স্টেইন (strain) উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন যা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সর্বসাধারণের মধ্যে অবমুক্ত করা হবে। তথ্যমতে, দেশীয় জাতের মুরগিগুলোকে যখন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রথম সংগ্রহ করা হয় তখন গড়ে ৬৪টি ডিম দিত। বর্তমানে উৎপাদিত ডিমের সংখ্যার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৭০-১৮০টি যা তিনগুনেরও বেশি। বিজ্ঞানীদের আশা, নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই উৎপাদশীলতা আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। এসংশ্লিষ্ট বিস্তর গবেষণা কার্যক্রম সফলতার সাথে এগিয়ে চলছে।

এক নজরে "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রকল্প পরিচালক ঃ শাকিলা ফারুক, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ ৪ বছর (নভেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ বিএলআরআই হেডকোর্য়াটার, সাভার, ঢাকা; কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ; নকলা, শেরপুর; জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট; ডুমুরিয়া, খুলনা; দিনাজপুর সদর; দিনাজপুর এবং সোনাগাজী, ফেনী।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১) নির্বাচিত অঞ্চলে ক্ষুদ্র খামারি সমবায়ের মাধ্যমে দেশি মুরগির মাংস ও ডিম উৎপাদনবৃদ্ধি এবং দেশে দেশী মুরগির উৎপাদন ভিত্তিক এলাকা গড়ে তোলা।

২) জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশি মুরগি পালন মডেলের উপযোগিতা যাচাইকরণ এবং উন্নয়ন।

৩) স্থানীয় মুরগির জেনেটিক রিসোর্স ব্যবহার করে দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন এবং খামারে পরীক্ষামূলক প্রদর্শন এবং

৪) দেশি মুরগি পালনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্যা এবং সম্ভাবনার উপর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- বিএলআরআই এর পোল্ট্রি গবেষণা পদ্ধতিকে জোরদারকরণ।
- বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত দেশী মুরগি পালন মডেলকে বিস্তৃত এলাকায় ভেলিটেড করা।
- গ্রামীণ পরিবেশে পালন উপযোগী দেশি মুরগির স্ট্রেইন উদ্ভাবন করা।

- দেশি মুরগি পালন ব্যবস্থাপনার উপর ৬০০ গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- টিডিএ-এর ৩০০ পরিবারে ক্রীপ ফিডার পদ্ধতি নির্মাণ করা।
- দেশি মুরগির স্ট্রেইন উন্নয়নের জন্য বিএলআরআইতে দেশি ব্রিডিং সেড নির্মাণ করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম চলমান।
- প্রকল্পের লোকবল নিয়োগদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্পের গবেষণা সহায়ক উপকরণ, ল্যাবের যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ক্রয়।
- প্রকল্পের এলাকা ও খামারি চূড়ান্ত নির্বাচন।
- প্রকল্প এলাকায় ৬ জন পোল্ট্রি সেবাপ্রদানকারী নিয়োজিতকরণ।
- পোল্ট্রি সেবাপ্রদানকারী ও নির্বাচিত খামারিদের প্রশিক্ষণ চলমান এবং ইতোমধ্যে ৬০০ জন নির্বাচিত খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নির্বাচিত খামারিদের মধ্যে ১০ সপ্তাহ বয়সি মুরগি বিতরণ কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

BANGLADESH LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE